173 দৈনিক খবর

তারিখ 11 OCT 1999
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

৩০

বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩ সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী

সুপারিশ পেশ করার জন্য মঞ্জুরী কমিশনকে নির্দেশ

।।মাহফুজুর রহমান।।

বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩ পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করার জন্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকেনির্দেশদিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম বলেছেন, সংশ্লিষ্ট সকল মহলের মতামত নিয়ে মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশ পাবার পরেই সরকার বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩-কে যুগোপযোগী করবেন। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ একাডেমিক স্বাধীনতায়বিশ্বাসী।

জানা গেছে, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩-কে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিতকরণ এবং এব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রনয়ণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুপারিশ পেশের কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়নি। তবে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সুপারিশ পেশ করতে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩-এর ক্ষেত্রে সরকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ

৭-এর পাতায় দেখুন

সুপারিশ পেশ করার জন্যে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরিবর্তন আনার চিন্তা-ভাবনা করছেন এবং বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন মহলে বেশ জোরেসোরেই আলোচিত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও ছাত্র সংগঠনগুলো দীর্ঘদিন সরকারী ঐ উদ্যোগের সরাসরি বিরোধিতা করলেও বর্তমানে তাদের এ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছুটা নমনীয়তা লক্ষণীয়।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি সম্প্রতি বলেছে, বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩-এ কোনো পরিবর্তনের উদ্যোগ তাদের সাথে আলোচনা করেই নিতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রীর সাক্ষাৎকার

বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩-এর সম্ভাব্য সংশোধন সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম এক একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেন, 'এটা সময়ের দাবী। সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সাথে আলোচনা করেই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ৭৩-কে যুগোপযোগী করা হবে। '৭২ সালে দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ছিলো। এখন রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতি চালু রয়েছে। '৭২ সাল থেকে এ পর্যন্ত সংবিধান নয়বার সংশোধন করা হয়েছে। তাই দেশের পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি বিধানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩ পরিবর্তন, পরিবর্ধনের কথা ভাবতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ করার লক্ষ্যে সরকার বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩-এর ক্ষেত্রে পরিবর্তন করতে চাচ্ছেন বলে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলের অভিযোগ রয়েছে। সত্যিই বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ করা হবে কি-না, এ প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সরকার বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩-কে যুগোপযোগী করার জন্য মঞ্জুরী কমিশনকে সুপারিশ পেশ করতে বলেছেন। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পূর্ণ একাডেমিক স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্তবুদ্ধি চর্চার ক্ষেত্র হিসেবে দেখতে চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের কোনো রাজনৈতিক স্বার্থ নেই।

গতকাল সন্ধ্যায় তাঁর সরকারী বাসভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি প্রসঙ্গে শেখ শহীদ এ প্রতিনিধিকে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় মেধার লালনক্ষেত্র। এটা সন্ত্রাসবাদের আখড়া হতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ একাডেমিক স্বাধীনতা থাকা উচিত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচের ৯৮.২ ভাগ জনগণ বহন করছে। দেশের একজন নাগরিক হিসেবে জানবার অধিকার আমাদের রয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় দেশকে কি দিচ্ছে? বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর আরো কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কোনো ইচ্ছা আমাদের নেই। তবেজনগণেরকাছেবিশ্ববিদ্যালয়ের জবাবদিহির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হল থেকে সম্প্রতি অস্ত্র উদ্ধার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অস্ত্র উদ্ধারের এ ঘটনা দেশের সর্বমহল কর্তৃক অভিনন্দিত হয়েছে। পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। ক্যাম্পাসে পুলিশের তল্লাশী চালানোর ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩ অনুযায়ী আইনগত কোনো বাধা নেই। তবে ক্যাম্পাসে পুলিশী অভিযান সবসময়ই কর্তৃপক্ষের সাথে ডেকোরাম রক্ষা করেই করা হয়।

রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, ক্যাম্পাসে অস্ত্রের উৎস কোথায়? সরকারের পক্ষ থেকেই ছাত্র রাজনীতির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার লক্ষ্যে অস্ত্র সরবরাহ করা হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে। -এর জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সরকার অস্ত্রের উৎস উদ্‌ঘাটনের জন্য জোর তৎপরতা অব্যাহত রেখেছেন। উদ্দেশ্যমূলকভাবে নিজেদের দায়িত্ব এড়ানোর জন্য সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র সরবরাহের অভিযোগ করা হচ্ছে। ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসকারীদের অস্ত্র সরবরাহ করা সরকারের দায়িত্ব নয়, সরকার সরবরাহও করে না। ক্যাম্পাসে সরকারের কোনো রাজনৈতিক স্বার্থ নেই।

আপনি এক সময় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের একজন বিশিষ্ট ছাত্রনেতা ছিলেন। আপনার সময়ের নিরিখে আজকের ক্যাম্পাসের ছাত্র রাজনীতির মূল্যায়ন কিভাবে করেন? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা আজকের মতো লেজুড়বৃত্তি করিনি। আমরা '৭৩ সালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক বিষয়কে নিয়ে স্বাধীন দেশের ছাত্র রাজনীতি করার কথা বলেছিলাম। এমনকি পাকিস্তান আমলেও কোনো রজানৈতিক নেতা ক্যাম্পাসে এসে রাজনীতিকরেননি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠন করার কোনো সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'লেজুড়বৃত্তি বন্ধের কোনো উদ্যোগ আমরা নেবো না। বিষয়টি আমরা বিরোধী দলের বিবেকের ওপর ছেড়ে দিতে চাই। দেশের সকল মহল এ লেজুড়বৃত্তির বিরোধিতা করছে। রাজনৈতিক দলগুলো যদি তা' শুনতে পান, নিশ্চয়ই সময়ের দাবীকে মেনে নিয়ে তারা ছাত্র সংগঠন নিষিদ্ধ করবেন।